DAY ২৫ • PIXLR হাতে-কলমে প্র্যাকটিস

# একটা প্রোডাক্টের ছবি থেকে পুরো ক্যাম্পেইন ডিজাইন

লেয়ার, মাস্ক আর ব্লেন্ডিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে Pixlr-এর AI টুল — ছবি জেনারেটর, Generative Fill, ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ আর এনহান্সমেন্ট — দিয়ে সোশ্যাল অ্যাড, ব্যানার, পোস্টার আর ইমেইল গ্রাফিক: এক দিনের হাতে-কলমে ওয়ার্কশপ।

ডেমো দেখো → সাথে সাথে নিজে করে দেখো



Basic and Advance AI Course — সহজ বাংলা সংস্করণ

বাড়তি অংশ • কেন শিখব

# কেন শিখব এই বিষয়টা?

১ **ডিজাইন এখন মার্কেটিংয়ের প্রাণ**

বিজ্ঞাপন, পোস্ট, ব্যানার — সব জায়গায় আগে চোখে পড়ে ডিজাইন। এই স্কিল থাকলে যেকোনো প্রোডাক্টের প্রচারণা নিজেই বানানো যায়।

২ **ফ্রি টুলেই প্রফেশনাল কাজ**

Pixlr ব্রাউজারেই চলে, দামি সফটওয়্যার লাগে না। লেয়ার-মাস্কের নিয়ম জানলে ফ্রি টুল দিয়েই ক্লায়েন্ট-মানের কাজ হয়।

৩ **AI টুল সময় বাঁচায়**

ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ, ছবি তৈরি, ছোটখাটো মেরামত — আগে ঘণ্টার কাজ এখন মিনিটে হয়, যদি ধাপগুলো ঠিকমতো জানা থাকে।

৪ **উদ্দেশ্য: এক ডিজাইন, চার রূপ**

আজকের লক্ষ্য — একটা মাস্টার ডিজাইন বানিয়ে সেটাকেই অ্যাড, ব্যানার, পোস্টার আর ইমেইল হেডারে রূপ দেওয়া শেখা।



**এক লাইনে:** একটা প্রোডাক্টের ছবি থেকে পুরো ক্যাম্পেইন সেট — এই একটা স্কিলেই ফ্রিল্যান্সিং, নিজের ব্যবসা আর চাকরির কাজ চলে।

DAY ২৫ • রোডম্যাপ

# আজ যা যা শিখব

১
### ব্রিফ ও সেটআপ
কার জন্য ডিজাইন, কী উদ্দেশ্য — ঠিক করে ক্যানভাস আর লেয়ার গুছিয়ে নেওয়া।

২
### লেয়ার • মাস্ক • ব্লেন্ড
আসল ছবি নষ্ট না করে সাজানো, কাটা আর আলো-ছায়া মেলানোর মূল কৌশল।

৩
### ফিল্টার, মোটিফ ও মকআপ
নিয়ন্ত্রিত ইফেক্ট, নিজের বানানো ব্র্যান্ড-উপাদান আর বাস্তব পরিবেশে ডিজাইন বসানো।

৪
### Pixlr-এর AI টুলসমূহ
ছবি জেনারেটর, প্রম্পট লেখা, Generative Fill, ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ আর এনহান্সমেন্ট।

৫
### অ্যাড ও তার রূপান্তর
একটা সোশ্যাল অ্যাড বানিয়ে ব্যানার, পোস্টার আর ইমেইল হেডারে বদলে ফেলা।

৬
### চেক ও এক্সপোর্ট
ভুল ধরা, ঠিক ফরম্যাটে ফাইল বের করা আর নাম দিয়ে গুছিয়ে রাখা।

**মনে রাখো:** এটা দেখে শেখার দিন না — প্রতিটা ধাপের পর নিজে হাতে করে দেখার দিন। ডেমো দেখো, তারপর থামিয়ে নিজে করো, তারপর এগোও।

DAY ২৫ • আজকের লক্ষ্য

# দিন শেষে তুমি যা যা পারবে

১

### লেয়ার গুছিয়ে ডিজাইন বানানো

লেয়ার সাজিয়ে পুরো কম্পোজিশন বানাতে পারবে, আর মাস্ক ব্যবহার করে আসল ছবি একদম নষ্ট না করেই কাজ করতে পারবে।

২

### AI দিয়ে ছবি বানানো ও ঘষামাজা

Pixlr-এর AI টুল দিয়ে ক্যাম্পেইনের ছবি তৈরি করা আর তৈরি ছবিকে প্রম্পট বদলে আরও ভালো করা শিখবে।

৩

### এক ডিজাইন, চারটা মাধ্যম

একটা সোশ্যাল অ্যাড বানিয়ে সেটাকেই ব্যানার, পোস্টার আর ইমেইল হেডারে রূপ দিতে পারবে।

৪

### ছাপানোর মতো ফাইল বের করা

প্রকাশের উপযোগী ফরম্যাটে ফাইল এক্সপোর্ট করা আর নিজের ডিজাইন-সিদ্ধান্তগুলো অন্যের সামনে বোঝাতে পারা।

**কাজের টিপস:** দিনের শেষের লক্ষ্যটা মাথায় রেখে শুরু করো: হাতে থাকবে একটা এডিট করা যায় এমন মাস্টার ফাইল আর চারটা তৈরি ক্যাম্পেইন ফাইল। প্রতিটা ধাপ সেই লক্ষ্যের দিকেই নিয়ে যাবে।

DAY ২৫ • ধাপ ১

# আগে ক্যাম্পেইন ব্রিফ, তারপর ডিজাইন

### দর্শক ঠিক করো

কারা দেখবে? একটাই নির্দিষ্ট দল বেছে নাও — যেমন কলেজের ছাত্ররা, যারা সারাদিন ব্যাগে পানির বোতল বয়ে বেড়ায়। সবার জন্য বানালে কারও কাজেই লাগে না।

### একটাই উদ্দেশ্য রাখো

এই ডিজাইন দিয়ে কী করাতে চাও? একটাই লক্ষ্য — যেমন প্রোডাক্টের পেজে ক্লিক করিয়ে আনা। উদ্দেশ্য একটা হলে ডিজাইনও পরিষ্কার থাকে।

### বার্তার ক্রম সাজাও

পড়ার ধারাটা ঠিক করো: সবার ওপরে হেডলাইন, তার নিচে এক লাইনের সুবিধা, সবার শেষে CTA (Call to Action — পাঠককে যা করতে বলা হচ্ছে, যেমন “এখনই কিনুন”)।

### উপকরণ ও সাইজ আগে থেকে

প্রোডাক্টের ছবি, লোগো, অনুমোদিত লেখা আর ব্র্যান্ডের দুটো রং আগে গুছিয়ে নাও। কোন জায়গায় কী বসবে আগেই ভাবো; এই অনুশীলনে ক্যানভাস ১০৮০×১০৮০ পিক্সেল।

**উদাহরণ — আমার বানানো একটা ব্রিফ**

কাল্পনিক ব্র্যান্ড “প্রকৃতি মধু”। দর্শক: শহরের কর্মজীবী মানুষ, যারা সকালে চায়ে খাঁটি মধু চায়। উদ্দেশ্য: মধুর পেজে অর্ডার বাড়ানো। হেডলাইন: “ভেজালহীন খাঁটি মধু” → সুবিধা: “সরাসরি খামার থেকে সংগ্রহ করা” → CTA: “অর্ডার করুন”। রং: গাঢ় সবুজ আর সোনালি।

**কাজের টিপস:** এডিটর খোলার আগেই কাগজে দর্শক, উদ্দেশ্য, হেডলাইন আর CTA লিখে নাও। ব্রিফ পরিষ্কার না হলে ডিজাইন যত সুন্দরই হোক, কাজের হয় না।

DAY ২৫ • ধাপ ২

# ক্যানভাস আর কাজের ফাইল গুছিয়ে নাও

### ১ কোন এডিটর কখন

বিস্তারিত লেয়ারের কাজের জন্য Pixlr Editor খোলো; AI-কেন্দ্রিক দ্রুত কাজের জন্য Pixlr Express। কোনটা লাগবে, কাজ দেখে ঠিক করো।

### ২ ক্যানভাস বানিয়ে ছবি বসাও

১০৮০×১০৮০ পিক্সেলের অনুশীলন-ক্যানভাস তৈরি করো আর প্রোডাক্টের ছবিটা তার ওপর বসাও। এটাই আজকের মাস্টার ডিজাইনের ভিত্তি।

### ৩ প্রতিটা জিনিসের আলাদা লেয়ার

ব্যাকগ্রাউন্ড, প্রোডাক্ট, হেডলাইন, সুবিধার লেখা আর CTA — প্রতিটার আলাদা লেয়ার রাখো। লেয়ারগুলোর পরিষ্কার নাম দাও, আর আসল প্রোডাক্টের লেয়ারটায় হাত দিও না।

### ৪ মাস্টার ফাইল বাঁচিয়ে রাখো

যেখানে সুবিধা আছে, এডিট করা যায় এমন PXZ মাস্টার ফাইল সেভ করো; ডেলিভারির ফাইলগুলোও এক্সপোর্ট করে রাখো। ফাইলের নাম হোক অর্থবহ — যেমন madhu_social_v01।

**কাজের টিপস:** শুরুতেই লেয়ারের নাম দিলে পরে খুঁজতে হয় না। প্ল্যানভেদে টুলের নাম বা সুবিধা বদলাতে পারে — কাজ শুরুর আগে টুলটা একবার চালিয়ে দেখে নাও।

DAY ২৫ • ধাপ ৩

# লেয়ারিং: নিয়ন্ত্রণে থাকা কম্পোজিশন

### ব্যাকগ্রাউন্ড সবার নিচে

লেয়ারের স্তূপে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে একদম তলায়। তার ওপরেই একে একে বাকি সব সাজে।

### প্রোডাক্ট তার ওপরে

প্রোডাক্টের ছবি ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপরে বসাও। অনুপাত ঠিক রেখে আকার বদলাও আর ঠিক মাঝখানে না রেখে একটু পাশে সরিয়ে বসাও — চোখে ভালো লাগে।

### সাজের আকৃতি প্রোডাক্টের পেছনে

বৃত্ত, ফিতা জাতীয় সাজের আকৃতি প্রোডাক্টের পেছনে রাখো। জরুরি অংশের ওপর যেন কিছু উঠে না আসে।

### লেখা সবার ওপরে

হেডলাইন আর CTA থাকে ছবির লেয়ারের ওপরে। ওদের প্রান্তগুলো এক লাইনে মিলিয়ে সাজাও — গোছানো ভাবটা এখান থেকেই আসে।

### চোখ বুলিয়ে যাচাই

লেয়ার অন-অফ করে দেখো কোথায় অযাচিতভাবে একটা আরেকটার ওপর উঠে গেছে। ভুলটা তখনই ধরা পড়ে।

**কাজের টিপস:** নিজে যাচাই করো: হেডলাইনটা সরাতে গেলে প্রোডাক্টও নড়ছে কি না। আলাদা লেয়ারে থাকলে হেডলাইন একাই নড়ার কথা — নড়লে বুঝবে লেয়ার গুলিয়ে গেছে।

DAY ২৫ • ধাপ ৪

# মাস্কিং: ছবি না হারিয়ে অংশ লুকানো



### ১ আগে কপি, তারপর কাজ

প্রোডাক্টের লেয়ারের একটা কপি বানাও আর আসলটা লুকিয়ে ব্যাকআপ হিসেবে রাখো। ভুল হলেও আসল ছবি অক্ষত থাকবে।

### ২ Cutout / Mask খোলো

কাজের লেয়ারটা বেছে Cutout বা Mask অপশনে যাও। সিলেকশন বা ব্রাশ টুল দিয়ে মূল বিষয়টাকে আলাদা করো।

### ৩ কিনারা ঘষে ঠিক করো

জুম করে কিনারাগুলো মসৃণ করো। ভুলে বেশি কেটে ফেললে মুছে ফেলার বদলে সেই অংশটা ফিরিয়ে দাও (reverse) — মাস্কের সবচেয়ে বড় সুবিধা এটাই, কিছুই চিরতরে মুছে যায় না।

### ৪ দুই ব্যাকগ্রাউন্ডে পরীক্ষা

ফলাফলটা হালকা আর গাঢ় — দুই রকম অস্থায়ী ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর বসিয়ে দেখো। কিনারার ত্রুটি দুটোতেই ধরা পড়ে।

**কাজের টিপস:** সরু কিনারার কাছে ছোট ব্রাশ ব্যবহার করো। ১০০% জুমে কিনারা দেখে নাও, যেন ছবির চারপাশে উজ্জ্বল আভা (halo) না থাকে।

DAY ২৫ • ধাপ ৫

# ব্লেন্ডিং: আলো, টেক্সচার আর ছায়া মেলানো

### ১ ইফেক্টের আলাদা লেয়ার

টেক্সচার বা আলোর ছবিটা নিজের আলাদা লেয়ারে বসাও। ইফেক্ট আলাদা থাকলে পরে বাড়ানো-কমানো বা সরিয়ে ফেলা সহজ।

### ২ Multiply বনাম Screen

গাঢ় টেক্সচার বা ছায়ার জন্য Multiply মোড পরীক্ষা করো; আলোর ঝলক বা উজ্জ্বল ইফেক্টের জন্য Screen মোড। কোনটা লাগবে, ছবি দেখে বেছে নাও।

### ৩ Opacity কমিয়ে ভারসাম্য

ইফেক্টের opacity কমিয়ে এমন জায়গায় আনো যেন তা প্রোডাক্টকে সাহায্য করে, চাপিয়ে না যায়। শুরুর জন্য ১৫–৩০% ভালো — তবে এটা নিয়ম নয়, চোখে দেখে ঠিক করো।

### ৪ জরুরি অংশ বাঁচিয়ে রাখো

লেবেল, মানুষের মুখ আর জরুরি লেখার ওপর থেকে মাস্ক দিয়ে ইফেক্ট সরিয়ে দাও। তারপর ইফেক্ট অন-অফ করে তুলনা করো — পড়তে সুবিধা আর বাস্তবভাব, দুটোই ঠিক আছে তো?

**কাজের টিপস:** দুটো সংস্করণ পাশাপাশি রাখো — একটা হালকা টেক্সচারসহ, একটা ছাড়া। কোনটা ভালো, কারণসহ বলতে পারলেই বুঝবে ব্লেন্ডিং ধরতে পেরেছ।

DAY ২৫ • ধাপ ৬

# ফিল্টার ও ইফেক্ট: মাপা হাতে কাজ

### ১ আগে ছবির কপি

চেহারা বদলের যেকোনো কাজের আগে ছবির লেয়ারের কপি বানিয়ে নাও। আসলটা থাকলে পছন্দ না হলে ফিরে যাওয়া যায়।

### ২ আগে সংশোধন, পরে স্টাইল

স্টাইল দেওয়ার আগে brightness, contrast আর রঙের ভারসাম্য ঠিক করো। ভিত্তি ঠিক না হলে ফিল্টার শুধু ভুলটাকেই সাজিয়ে দেয়।

### ৩ একটাই সংযত ফিল্টার

একবারে একটাই হালকা ফিল্টার দাও আর ফিল্টার-ছাড়া ছবির সঙ্গে তুলনা করো। পাওয়া যাচ্ছে বলেই ইফেক্টের ওপর ইফেক্ট চাপিও না।

### ৪ ওভারলে আলাদা লেয়ারে, শেষে যাচাই

আলো বা টেক্সচারের ওভারলে সম্ভব হলে আলাদা লেয়ারে রাখো। প্রতিটা বদলের পর প্রোডাক্টের আসল রং আর লেখার কনট্রাস্ট ঠিক আছে কি না দেখে নাও।

**কাজের টিপস:** একই ছবির দুটো রূপ বানাও — একটা উষ্ণ (warm), একটা স্বাভাবিক (neutral)। তবে প্রোডাক্টের আসল রংটা যেন বিশ্বাসযোগ্যই থাকে; রং বদলে গেলে ক্রেতা ঠকবে।

DAY ২৫ • ধাপ ৭

# নিজের ইলাস্ট্রেশন: পুনঃব্যবহারযোগ্য ব্র্যান্ড-উপাদান

### একটাই মোটিফ বেছে নাও

পাতা, পানির ফোঁটা বা বাঁকা রেখা — একটাই সহজ আকৃতিকে ব্র্যান্ডের চিহ্ন বানাও। একটাই মোটিফ বারবার এলে ডিজাইনে চেনা চেহারা তৈরি হয়।

### আলাদা লেয়ারে আঁকো

শেপ বা আঁকার টুল দিয়ে মোটিফটা বানাও নিজের আলাদা লেয়ারে। শুধু ক্যাম্পেইনের রংগুলোই ব্যবহার করো আর দাগের মোটাভাব (stroke) সব জায়গায় এক রাখো।

### কপি করে নানা আকারে

মোটিফের কপি বানিয়ে ছোট-বড় করে নানা জায়গায় বসাও। তবে হেডলাইন থেকে দূরে রাখো — সাজ যেন বার্তার পথে না দাঁড়ায়।

### স্বচ্ছ PNG তে তুলে রাখো

মোটিফটা transparent PNG হিসেবে এক্সপোর্ট করে রাখো। ব্যানার, ইমেইল — সব ডিজাইনে একই উপাদান আবার ব্যবহার করা যাবে।

**কাজের টিপস:** ইলাস্ট্রেশন শুধুই সাজ — তা দিয়ে প্রোডাক্টের এমন গুণ বোঝানো যাবে না যা সত্যি নয়। যেমন আমার মধুর উদাহরণে মৌমাছির মোটিফ মানায়, কিন্তু “১০০% খাঁটি” দাবি প্রমাণ ছাড়া লেখা যাবে না।

DAY ২৫ • ধাপ ৮

# মকআপ: বাস্তব পরিবেশে ডিজাইন বসানো

### ১ ভালো ভিত্তির ছবি নাও

লাইসেন্স-মুক্ত মকআপ ছবি অথবা নিজের তোলা এমন ছবি নাও, যেখানে সমতল একটা জায়গা পরিষ্কার দেখা যায় — যেমন টেবিলে রাখা একটা কার্ড।

### ২ আর্টওয়ার্ক আলাদা লেয়ারে

তোমার ডিজাইনটা ছবির ওপরে আলাদা লেয়ার হিসেবে আনো। আকার বদলে ঘুরিয়ে বসাও; transform/distort টুল থাকলে তা দিয়ে তলের সঙ্গে মিলিয়ে দাও।

### ৩ তলের আকারে মাস্ক করো

আর্টওয়ার্কটা মাস্ক করে ঠিক ওই তলের সীমানায় আটকে দাও। দরকার হলে opacity বা ব্লেন্ডিং মিলিয়ে নাও, যেন বসানো বলে মনে না হয়।

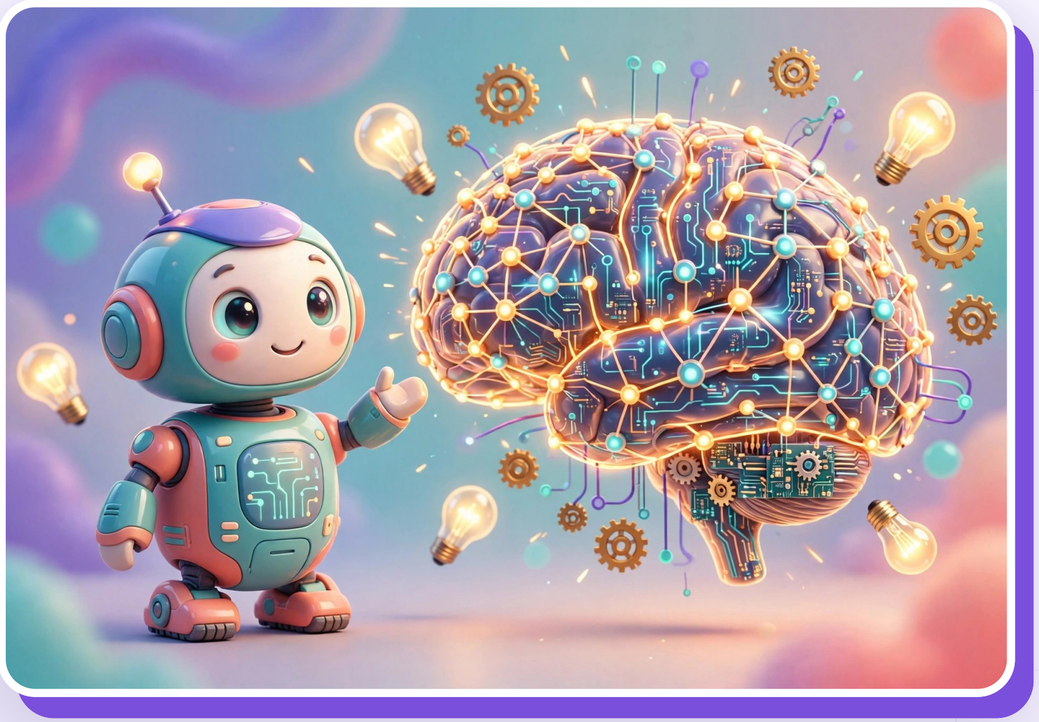
### ৪ ছায়া দিয়ে শেষ যাচাই

হালকা একটা ছায়া যোগ করো। শেষে কোণা, আলোর দিক আর perspective (দৃষ্টিকোণ) মিলল কি না খুঁটিয়ে দেখো।

**কাজের টিপস:** এটা হাতে করা মকআপ পদ্ধতি — অটোমেটিক smart-object বদলির মতো এক ক্লিকে হয় না। ধৈর্য ধরে তলের সঙ্গে মেলালেই ফলটা বাস্তবসম্মত হয়।

DAY ২৫ • ধাপ ৯

# AI Image Generator: ক্যাম্পেইনের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি



**১ অনুপাত বেছে শুরু করো**

Pixlr AI Image Generator খুলে ডিজাইনের উপযোগী aspect ratio (প্রস্থ-উচ্চতার অনুপাত) বেছে নাও — বর্গাকার ডিজাইনের জন্য বর্গাকারই নাও।

**২ যা চাও, খুঁটিয়ে বর্ণনা দাও**

বিষয়, পরিবেশ, আলো, কম্পোজিশন আর কোন জায়গাটা ফাঁকা রাখতে চাও — সবটা বর্ণনায় লিখে দাও। ফাঁকা জায়গা চাইলে তা স্পষ্ট করে বলতে হয়।

**৩ তুলনা করে বেছে নাও**

কয়েকটা সংস্করণ বানিয়ে ক্যাম্পেইন ব্রিফের সঙ্গে মেলাও। যেটা ব্রিফের সবচেয়ে কাছাকাছি, সেটাই বেছে নাও।

**৪ ঘষামাজা করে আসল জিনিস বসাও**

বেছে নেওয়া ছবিটা Edit Image দিয়ে Pixlr Express-এ খুলে ঠিকঠাক করো। আসল প্রোডাক্ট, লোগো আর মার্কেটিংয়ের লেখা পরে নিজে হাতে বসাও।

**কাজের টিপস:** AI-এর বানানো লোগো বা লেখায় ভরসা করো না — সেগুলো প্রায়ই এলোমেলো হয়। চূড়ান্ত ব্র্যান্ডের কাজে লোগো আর লেখা সবসময় নিজে বসাও।

DAY ২৫ • ধাপ ১০

# প্রম্পট ল্যাব: লেআউটটাও প্রম্পটের অংশ

| বিষয় | পরিবেশ | আলো | কম্পোজিশন | পরিমার্জন |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| কীসের ছবি | কোথায়, কেমন পেছন | দিক ও ধরন | ফাঁকা জায়গা কোথায় | একটা করে বদল |

**উদাহরণ — পাঁচ অংশ মিলিয়ে একটা প্রম্পট (আমার মধুর ক্যাম্পেইনের জন্য)**

বিষয়: কাচের বয়ামে সোনালি মধু, পাশে কাঠের মধু-চামচ। পরিবেশ: হালকা ক্রিম রঙের টেবিল, ডান পাশে ছোট পাথরের তাক। আলো: বাম-ওপর থেকে নরম দিনের আলো, হালকা বাস্তব ছায়া। কম্পোজিশন: বর্গাকার ফ্রেম, বাম পাশে হেডলাইনের জন্য পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা, কোনো লেখা বা লোগো নয়। পছন্দ না হলে একবারে একটাই জিনিস বদলাও — পেছনের রং, ক্যামেরার কোণ কিংবা আলো।

**কাজের টিপস:** প্রম্পট লগ রাখো: প্রম্পট → ফলাফল → সমস্যা → বদলানো প্রম্পট। কোন বর্ণনায় কোন ছবি এল, লিখে রাখলেই পরের বার অনুমান নয়, জানা পথে এগোনো যায়।

DAY ২৫ • ধাপ ১১

# Generative Fill: নির্দিষ্ট জায়গা মেরামত বা যোগ করা

১

## টুলটা খুঁজে নাও

ছবিটা Pixlr-এ খুলে AI Generative Fill অপশনটা বের করো। এটা পুরো ছবি নয়, শুধু বেছে দেওয়া অংশটুকু বদলায়।

২

## অংশটা চিহ্নিত করো

Lasso বা আয়তাকার সিলেকশন দিয়ে যে জায়গাটা বদলাতে চাও, ঠিক সেটুকুই ঘিরে দাও। সীমানা যত নির্ভুল, ফল তত ভালো।

৩

## পরিষ্কার প্রম্পট লেখো

কী চাও তা এক বাক্যে সহজে লেখো — যেমন “টেবিলের ওপর ছোট একটা সবুজ পাতা”। অস্পষ্ট বর্ণনায় AI নিজের মতো বানিয়ে দেয়।

৪

## তুলনা করে সেরাটা রাখো

তৈরি করে কয়েকটা ফল তুলনা করো; কিনারা, ছায়া আর perspective মিলল কি না দেখো। বেশি বদলে ফেললে ছোট অংশ নিয়ে আবার চেষ্টা করো।

**কাজের টিপস:** লক্ষ্য যদি হয় ক্যানভাস বাড়িয়ে চারপাশে জায়গা তৈরি করা, তাহলে Generative Fill নয় — Generative Expand ব্যবহার করো। দুটোর কাজ আলাদা।

DAY ২৫ • ধাপ ১২

# Remove Background: পুনঃব্যবহারযোগ্য প্রোডাক্ট কাটআউট

### পরিষ্কার ছবি আপলোড করো

ঝাপসাহীন, ভালো আলোর প্রোডাক্টের ছবি আপলোড করে Remove Background চালাও। শুরুর ছবি ভালো হলে কাটাও ভালো হয়।

### স্বয়ংক্রিয় কাটা খুঁটিয়ে দেখো

স্বচ্ছ অংশ আর সরু কিনারাগুলো বিশেষভাবে দেখো — স্বয়ংক্রিয় কাটায় ভুল সবচেয়ে বেশি হয় ঠিক এই জায়গাগুলোতে।

### ঘষে ঠিক করো

দরকার হলে হাতে পাওয়া নিয়ন্ত্রণ দিয়ে কাটআউটটা ঠিক করো; বেশি জটিল হলে Editor-এর মাস্কিং ব্যবহার করো।

### ব্যাকগ্রাউন্ডে বসিয়ে মেলাও

কাটা প্রোডাক্টটা ক্যাম্পেইনের ব্যাকগ্রাউন্ডে বসিয়ে তার তলাটা তলের সঙ্গে মিলিয়ে দাও — ভাসমান যেন না লাগে।

### স্বচ্ছ PNG তুলে রাখো

transparent PNG হিসেবে কাটআউটটা এক্সপোর্ট করো, পাশাপাশি এডিট করা যায় এমন কপিও রাখো — সব ডিজাইনে আবার লাগবে।

**কাজের টিপস:** সাদা আর গাঢ় নীল — দুই ব্যাকগ্রাউন্ডেই কাটআউটটা বসিয়ে দেখো; দুটোতেই পরিষ্কার লাগলে তবেই পাকা। আর আকার, প্যাকেজিং আর লেবেল হুবহু দরকার হলে আসল প্রোডাক্টের ছবিই ব্যবহার করো, AI-বানানো নয়।

DAY ২৫ • ধাপ ১৩

# AI এনহান্সমেন্ট: মাপ বুঝে ঝকঝকে করা

### Super Sharp

ছবি নরম বা হালকা ঝাপসা হলে ধার বাড়ায়। Pixlr Express-এর AI Tools-এর ভেতরে পাওয়া যায়।

### Super Scale

ছবির আকার বড় করার দরকার হলে ব্যবহার হয় — ছোট ছবিকে বড় আউটপুটের উপযোগী করে।

**সতর্কতা:** যেকোনো একটা বেছে একবারই প্রয়োগ করো — একই এনহ্যান্সমেন্ট বারবার চালিও না। তারপর ১০০% জুমে দেখো: চারপাশে আভা (halo), বানিয়ে দেওয়া ভুয়া খুঁটিনাটি বা নষ্ট হয়ে যাওয়া লেখা আছে কি না।

**কাজের টিপস:** আগের-পরের ছবি তুলনা করে ফল সত্যিই ভালো হলেই কেবল এক্সপোর্ট করো। খারাপ ছবি থেকে এনহ্যান্সমেন্ট সঠিক খুঁটিনাটি ফিরিয়ে দেবে — এমন গ্যারান্টি নেই।

DAY ২৫ • ধাপ ১৪

# সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড: একটাই পরিষ্কার বার্তা

### ভিত্তি তৈরি

১০৮০×১০৮০ পিক্সেলের ক্যানভাসে তোমার অনুমোদিত ব্যাকগ্রাউন্ডটা বসাও — আগে বানানো কাটআউট আর ব্যাকগ্রাউন্ড এখানেই মিলবে।

### জায়গা ভাগ করো

প্রোডাক্ট থাকুক ডান পাশে, হেডলাইন বাম পাশের ফাঁকা জায়গায়। আগের ধাপে প্রম্পটে ফাঁকা জায়গা চেয়ে রাখাটা এখানে কাজে লাগে।

### একটা সুবিধা, একটা CTA

ছোট্ট এক লাইনের সুবিধা যোগ করো, তারপর উচ্চ-কনট্রাস্টের একটাই CTA। বার্তা একটা, কাজও একটা — পাঠক দ্বিধায় পড়ে না।

### গুছিয়ে হালকা করো

সব উপাদানে একই রকম ফাঁক (spacing) রাখো। যেসব সাজ প্রোডাক্ট বা লেখার সঙ্গে পাল্লা দেয়, সেগুলো সরিয়ে দাও।

### ছোট করে দেখে এক্সপোর্ট

ফোনের মতো ছোট আকারে প্রিভিউ দেখো — এক নজরে বোঝা যায় তো? বানান যাচাই করে JPG বা PNG এক্সপোর্ট করো।

**কাজের টিপস:** ভালো অ্যাডের পরীক্ষা একটাই: এক ঝলক দেখেই প্রোডাক্ট, সুবিধা আর করণীয় — তিনটাই বোঝা যাচ্ছে কি না। না গেলে উপাদান কমাও, বাড়িও না।

DAY ২৫ • ধাপ ১৫

# ভিজ্যুয়াল হায়ারার্কি: চোখ কোন পথে হাঁটবে

**হেডলাইন**
প্রথম নজর

**প্রোডাক্ট**
নিজের জায়গা

**সুবিধা**
হেডলাইনের সঙ্গী

**CTA**
শেষ টান

**ফাঁকা জায়গা**
পড়ার স্বস্তি

**উদাহরণ — আমার মধুর অ্যাডে এই ক্রমটা যেভাবে বসে**

সবার আগে চোখ যায় বড় হেডলাইনে — “ভেজালহীন খাঁটি মধু”। তার পাশেই নিজের পরিষ্কার জায়গা নিয়ে বসে মধুর বয়াম। নিচে ছোট লাইনে সুবিধা — “সরাসরি খামার থেকে”। একদম শেষে একটাই CTA বাটন — “অর্ডার করুন”। আর চারপাশের ফাঁকা জায়গাটাই পুরো অ্যাডটাকে পড়তে সহজ করে।

**কাজের টিপস:** ডিজাইন শেষে নিজেকে প্রশ্ন করো: প্রথমে, তারপর, শেষে — চোখ কোন পথে যাচ্ছে? পথটা যদি হেডলাইন → প্রোডাক্ট → CTA না হয়, আকার আর অবস্থান বদলে ঠিক করো।

DAY ২৫ • ধাপ ১৬

# মাস্টার থেকে রূপান্তর: ব্যানার ও পোস্টার

### আলাদা কপি, আলাদা সাইজ

মাস্টারের কপি নিয়ে নতুন সাইজে সাজাও — অনুশীলনে ব্যানার ১২০০×৬২৮ পিক্সেল, পোস্টার ১০৮০×১৩৫০ পিক্সেল।

### টেনে লম্বা নয়, আবার সাজাও

বর্গাকার ডিজাইনটা টেনে ব্যানার বানিও না — আকৃতি বিকৃত হয়। প্রোডাক্ট আর লেখার অবস্থান নতুন আকার অনুযায়ী আবার ঠিক করো।

### চেনা চেহারা একই রাখো

হেডলাইন, রঙের প্যালেট আর CTA সব সংস্করণে একই রাখো। মানুষ যেন সব জায়গায় একই ক্যাম্পেইন চিনতে পারে।

### ভিড় হলে কমাও

ব্যানারে জায়গা কম — ভিড় লাগলে গৌণ খুঁটিনাটি বাদ দাও। মূল বার্তাটা যেন কোনোভাবেই চাপা না পড়ে।

### প্রকাশের আগে মাপ যাচাই

যেখানে ছাপাবে বা পোস্ট করবে, সেই জায়গার বর্তমান সাইজ-নির্দেশিকা দেখে নাও। ছাপার কাজে প্রিন্টারের নিজস্ব সেটআপ লাগে — অনুশীলনের সাইজ সর্বজনীন নয়।

**কাজের টিপস:** একই ক্যাম্পেইনের তিন রূপ পাশাপাশি রাখো — অ্যাড, ব্যানার, পোস্টার। পাশাপাশি দেখলেই বোঝা যায় চেহারার মিল আছে কি না।

DAY ২৫ • ধাপ ১৭

# ইমেইল মার্কেটিং: হেডার গ্রাফিক বানানো

### হেডারের সাইজ ও গঠন

অনুশীলনে ১২০০×৬০০ পিক্সেলের হেডার বানাও — প্রোডাক্ট, হেডলাইন আর সহজ একটা কম্পোজিশন নিয়ে।

### জরুরি কথা ছবির বাইরে

খুব জরুরি তথ্য ছবির ভেতরের ছোট লেখায় রাখো না — ছবি না লোড হলে বা ছোট পর্দায় তা পড়াই যাবে না।

### ফাইলের ওজন দেখো

এক্সপোর্ট করে ছবির স্পষ্টতা আর ফাইলের সাইজ দুটোই দেখো; ভারী হলে কমপ্রেস করো। ধীরে খোলা ইমেইল পাঠক হারায়।

### আসল লেখা ইমেইলেই থাকুক

ইমেইল বিল্ডারে মূল লেখা সরাসরি (live text) দাও, আসল বাটন/লিংক বসাও আর ছবির জন্য বর্ণনামূলক alt text লিখো। ছবির ভেতরে আঁকা বাটনে ক্লিক হয় না।

### মোবাইলে পরীক্ষা

মোবাইলে প্রিভিউ দেখো আর লিংকগুলো নিজে ক্লিক করে পরীক্ষা করো। পাঠানোর আগের এই যাচাইটাই পেশাদারিত্ব।

**কাজের টিপস:** Pixlr শুধু গ্রাফিকটা বানায় — নিউজলেটার সাজানো, পরীক্ষা আর পাঠানোর কাজটা ইমেইল প্ল্যাটফর্মেই করতে হয়। দুটো ধাপ আলাদা করে ভাবো।

DAY ২৫ • ধাপ ১৮

# শেষ যাচাই ও এক্সপোর্ট চেকলিস্ট

১

## লেখা খুঁটিয়ে পড়ো

প্রোডাক্টের নাম, দাম, অফারের শর্ত আর CTA-র বানান — প্রতিটা শব্দ মিলিয়ে দেখো। ছোট বানান-ভুলই বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে।

২

## ১০০% জুমে পরীক্ষা

মাস্কের কিনারা, AI-বানানো খুঁটিনাটি, ছায়া আর প্রোডাক্টের সঠিকতা বড় করে দেখো। ছোট পর্দায় যা ধরা পড়ে না, জুমে তা ধরা পড়ে।

৩

## সব রূপে মিল আছে তো?

ছোট আকারে পড়া যাচ্ছে কি না আর চারটা ফাইলের (অ্যাড, ব্যানার, পোস্টার, হেডার) চেহারায় মিল আছে কি না — পাশাপাশি রেখে দেখো।

৪

## ঠিক ফরম্যাট, পরিষ্কার নাম

মাস্টার হিসেবে PXZ (যেখানে পাওয়া যায়), স্বচ্ছতার দরকারে PNG, ভরা ছবির জন্য JPG। ফাইলের অর্থবহ নাম দাও আর প্রতিটা এক্সপোর্ট খুলে সাইজ ও চেহারা নিশ্চিত হয়ে নাও।

**কাজের টিপস:** অন্যের ছবি বা উপকরণ ব্যবহারের অনুমতি আছে কি না নিশ্চিত হয়ো, আর গ্রাহকের গোপনীয় তথ্য অপরিচিত টুলে আপলোড করো না।

DAY ২৫ • রেফারেন্স

# দরকারি অফিসিয়াল Pixlr লিংক

### Editor, Cutout ও Mask

pixlr.com/editor — লেয়ারভিত্তিক মূল এডিটর; কাটআউট আর মাস্কের কাজ এখানেই।

### Photo Editor টুলসমূহ

pixlr.com/tools/photo-editor — ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ আর ব্লেন্ডিংসহ সাধারণ ফটো এডিটিং টুলের ঠিকানা।

### AI Image Generator

pixlr.com/image-generator — প্রম্পট দিয়ে ক্যাম্পেইনের ছবি ও ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরির টুল।

### Generative Fill ও এনহান্স

pixlr.com/ai/ai-generative-fill — নির্দিষ্ট অংশ বদলানো; pixlr.com/tools/enhance-image — Super Sharp ও Super Scale।

**কাজের টিপস:** মেনুর নাম, ক্রেডিটের নিয়ম আর কোন সুবিধা কোন প্ল্যানে পাওয়া যাবে — এগুলো বদলাতে পারে। কোনো কাজ শুরুর আগে আসল সাইটে টুলটা একবার চালিয়ে নিশ্চিত হয়ে নাও।

বাড়তি অংশ • বাস্তব ব্যবহার

# এই স্কিল কোথায় কাজে লাগবে?

### সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং

ছোট ব্যবসা বা পেজের জন্য নিয়মিত অ্যাড, পোস্ট আর কভার ডিজাইন — একই মাস্টার থেকে বারবার।

### ই-কমার্স প্রোডাক্ট উপস্থাপনা

প্রোডাক্টের কাটআউট, মকআপ আর ব্যানার দিয়ে অনলাইন দোকানের পেজ ঝকঝকে করা।

### ইমেইল ক্যাম্পেইন

নিউজলেটার আর অফারের ইমেইলের হেডার গ্রাফিক — পণ্যের প্রচারে সরাসরি কাজে লাগে।

### নিজের ব্র্যান্ড গড়া

নিজের পেজ বা ব্যবসার জন্য লোগো-ছোঁয়া মোটিফ, একই রঙের ধারা আর চেনা চেহারার সব ডিজাইন।

**উদাহরণ**

ধরো, এলাকার একটা ছোট অনলাইন পোশাকের দোকান ঈদের ক্যাম্পেইন চালাবে। একটা পোশাকের ছবি থেকে কাটআউট বানিয়ে, AI ব্যাকগ্রাউন্ডে বসিয়ে অ্যাড বানালে; তারপর সেটাই ব্যানার আর পোস্টারে রূপ দিলে — এক বসায় পুরো সেট তৈরি।

# Pixlr দিয়ে আয় কীভাবে?

১

### Fiverr ও Upwork-এ গিগ খোলো

“সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড ডিজাইন”, “প্রোডাক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ”, “ব্যানার ডিজাইন” — এই নামে সার্ভিস সাজাও। আজকের শেখা ধাপগুলো দিয়েই এই কাজগুলো হয়।

২

### Facebook পেজ ও গ্রুপ থেকে লোকাল কাজ

নিজের পেজে নমুনা ডিজাইন পোস্ট করো আর লোকাল ব্যবসায়ীদের গ্রুপে নিজের কাজ দেখাও। ছোট দোকানগুলোর নিয়মিত পোস্ট-ডিজাইন লাগে।

৩

### লোকাল দোকান-ক্লায়েন্ট ধরে রাখো

কাছের দোকান বা অনলাইন সেলারকে একটা পুরো ক্যাম্পেইন সেট (অ্যাড+ব্যানার+পোস্টার+হেডার) বানিয়ে দাও — একটা কাজে চারটা ফাইল মানেই প্যাকেজ হিসেবে বিক্রি করা যায়।

৪

### পোর্টফোলিও আগে বানাও

কাল্পনিক ব্র্যান্ডের ওপর ৩–৪টা পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পেইন সেট বানিয়ে রাখো। ক্লায়েন্ট কথা বলার আগেই কাজ দেখতে চায় — দেখানোর মতো কাজ থাকলেই অর্ডার আসে।



**সত্যি কথা:** প্রথম দিকে দাম কম রাখলেও কাজের মান আর সময়মতো ডেলিভারিই টিকিয়ে রাখে। একটা স্কিলে আয় রাতারাতি হয় না — নিয়মিত নমুনা কাজ আর বিশ্বাসযোগ্যতা জমলেই অর্ডার বাড়ে।

বাড়তি অংশ • কী শিখলাম + প্র্যাকটিস

# আজকের সারাংশ আর তোমার কাজ

লেয়ার · মাস্ক · ব্লেন্ডিং · ফিল্টার · মোটিফ · মকআপ · AI জেনারেটর · প্রম্পট ল্যাব · Generative Fill · ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ · এনহান্স · অ্যাড ও রূপান্তর

## নিজে প্র্যাকটিস করো

১ একটা নিজের পছন্দের প্রোডাক্টের ছবি নিয়ে পাঁচ-লেয়ারের ডিজাইন বানাও — ব্যাকগ্রাউন্ড, প্রোডাক্ট, মোটিফ, হেডলাইন, CTA।

২ মাস্ক দিয়ে প্রোডাক্টটা কেটে সাদা আর গাঢ় — দুই ব্যাকগ্রাউন্ডে বসিয়ে কিনারা যাচাই করো।

৩ পাঁচ অংশের প্রম্পট লিখে AI ব্যাকগ্রাউন্ড বানাও; প্রম্পট লগে প্রম্পট → ফল → বদল লিখে রাখো।

৪ একটা অ্যাড বানিয়ে সেটাকে ব্যানার, পোস্টার আর ইমেইল হেডারে রূপ দাও; শেষে চেকলিস্ট ধরে যাচাই করে এক্সপোর্ট করো।

**শেষ কথা:** Pixlr-এর শক্তি টুলে নয়, ধাপে। ব্রিফ → লেয়ার → মাস্ক → AI → যাচাই — এই ক্রমটা ধরে রাখলেই প্রতিটা ডিজাইনই হবে গোছানো আর বিক্রিযোগ্য।